১. ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির জন্য একটি সাধারণ পরীক্ষা আয়োজনের উদ্দেশ্যে ১৯৬২ সালে **ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন্স বোর্ড** গঠিত হয়। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কার্যকরী প্রয়োগে বোর্ড বিভিন্ন পেশাদারি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরীয় কোর্সে ভর্তির জন্য সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলি আয়োজনে স্বচ্ছতার মাত্রা ক্রমাগত বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যালের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরের কোর্সে ভর্তির জন্য অনলাইন আবেদন এবং ই-কাউন্সেলিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভর্তি অত্যন্ত দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়ে আসছে।

২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজ এবং সেল্‌ফ ফিনান্সড প্রতিষ্ঠানগুলিতে মেডিক্যাল, ডেন্টাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি, ফার্মাসি এবং আর্কিটেকচার কোর্সগুলিতে ভর্তির জন্য এই বোর্ড একটি সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার আয়োজন করবে। এই পরীক্ষার আবেদন **অনলাইনে** গ্রহণ করা হবে এবং বোর্ডের **http://www.wbjeeb.nic.in** ওয়েব পোর্টালে **ফর্ম** উপলব্ধ হবে।

বর্তমানে বোর্ড অফিসের ঠিকানা হল **এ কিউ-১৩/১, সেক্টর-৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ০৯১**।

২. 'ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫' সম্পর্কে:

এটি হল পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজের পাশাপাশি সেল্‌ফ ফিনান্সিং টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলিতে মেডিক্যাল, ডেন্টাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি, ফার্মাসি এবং আর্কিটেকচারের মতো বিভিন্ন কোর্সের ডিগ্রি স্তরে ভর্তির সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা।

২.১ **'ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫'** পরীক্ষাটি তিনটি পেপার নিয়ে আয়োজিত হবে: বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ম্যাথমেটিক্স এবং ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি (কম্বাইন্ড)। প্রস্তাবিত কোর্সের ভিত্তিতে নিচে লেখা তিনটি ক্যাটেগরির পরীক্ষার্থী থাকবে:

অপশন	জে ই ই এম-২০১৫'র মাধ্যমে যে সমস্ত কোর্সে ভর্তি হওয়া যাবে	পরীক্ষার্থীদের যে সমস্ত বিষয়গুলিতে পরীক্ষা দিতে হবে	টাইপ
১	ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজিক্যাল/ আর্কিটেকচার/ফার্মাসি	ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি	**E**
২	মেডিক্যাল/ডেন্টাল/ফার্মাসি	বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি	**M**
৩	ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজিক্যাল/আর্কিটেকচার/ ফার্মাসি/মেডিক্যাল/ডেন্টাল	বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি	**C**
৪	কেবল ফার্মাসি (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাদে)	ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি	**E/M/C**

দ্রষ্টব্য ১: ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির জন্য:

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে: আগ্রহী পরীক্ষার্থীদের 'E' বা 'C' টাইপ পরীক্ষার্থী হিসেবে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির সঙ্গে ম্যাথমেটিক্সের পরীক্ষায় বসতে হবে।

অন্যান্য ফার্মাসি কলেজগুলির জন্য: পরীক্ষার্থীরা 'E' বা 'M' বা 'C' টাইপের হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত কলেজে ফার্মাসি পড়তে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা এই ক্যাটেগরিতে মেধাতালিকাভুক্ত হতে কেবল ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি পেপারেই বসলে হবে।

দ্রষ্টব্য ২: অন্য রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা মেডিক্যাল/ডেন্টাল কোর্সের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। এরা কেবল 'E' টাইপ পরীক্ষার্থী হিসেবে রেজিস্টার করতে পারবে। ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজিতে র‍্যাঙ্ক পাওয়ার জন্য তাদের ম্যাথমেটিক্স এবং ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি উভয় পেপারেই বসতে হবে। ওপরে দ্রষ্টব্য নং ১-তে উল্লিখিতমতো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাদে অন্য কলেজগুলিতে ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির জন্য শুধুমাত্র ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি পেপারেও বসতে পারে।

২.২ **'ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫' পরীক্ষার সূচি:**

পরীক্ষার তারিখ	বিষয়, পূর্ণমান এবং পরীক্ষার মেয়াদ	
১৮.০৪.২০১৫ (শনিবার)	**বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস (১৫০ নম্বর) দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৪টা**	
১৯.০৪.২০১৫ (রবিবার)	**ম্যাথমেটিক্স (১০০ নম্বর) বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টো**	**ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি (১০০ নম্বর) দুপুর ৩টে থেকে সন্ধে ৫টা**

দ্রষ্টব্য: যে সমস্ত পরীক্ষার্থী ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫'র ওপরে দেওয়া নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে পরীক্ষায় বসতে পারবে না, তাদের জন্য কোনও পরিস্থিতিতেই নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হবে না।

৩.০ প্রশ্নপত্রের ধরন এবং উত্তর লেখার পদ্ধতি:

৩.১ প্রশ্নের ধরন:

পরিশিষ্ট-১ (অ্যাপেন্ডিক্স-১)-তে দেওয়া ডব্লু বি জে ই ই এম-এর সিলেবাসের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করা হবে।
প্রতিটি বিষয়ে সমস্ত প্রশ্নই **মাল্টিপল চয়েসধর্মী** হবে (এম সি কিউ টাইপের, যাতে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য চারটি করে অপশন দেওয়া থাকবে) এবং **প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর(গুলি) ও এম আর (অপ্‌টিক্যাল মার্ক রেসপন্স শিট)-এ চিহ্নিত করতে হবে।**

প্রশ্নগুলি তিন ধরনের ক্যাটেগরির হবে, যার বিভাগগুলি নিচের টেবিলে দেখানো হয়েছে:

বিষয়	ক্যাটেগরি ১	ক্যাটেগরি ২	ক্যাটেগরি ৩	পূর্ণমান
ম্যাথমেটিক্স	৬০×১ নম্বর	১০×২ নম্বর	১০×২ নম্বর	১০০
বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস	৯০×১ নম্বর	১৫×২ নম্বর	১৫×২ নম্বর	১৫০
ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি	৩০×১ নম্বর ৩০×১ নম্বর	৫×২ নম্বর ৫×২ নম্বর	৫×২ নম্বর ৫×২ নম্বর	৫০ + ৫০ = ১০০

ক্যাটেগরি ১:

(ক) কেবলমাত্র একটি অপশন ঠিক; ঠিক উত্তরের জন্য মিলবে ১ নম্বর।

(খ) প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ওই প্রশ্নের মানের ২৫% (১/৪) নম্বর কাটা হবে, এবং

(গ) নির্ধারিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে ও এম আর শিটে একাধিক উত্তর চিহ্নিত করলে ওই উত্তরটিকে ভুল উত্তর হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এক্ষেত্রে ওপরে (খ) অংশে উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী নম্বর কাটা হবে।

ক্যাটেগরি ২:

(ক) কেবলমাত্র একটি অপশন ঠিক; ঠিক উত্তরের জন্য মিলবে ২ নম্বর।

(খ) প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ওই প্রশ্নের মানের ২৫% (১/২) নম্বর কাটা হবে, এবং

(গ) নির্ধারিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে ও এম আর শিটে একাধিক উত্তর চিহ্নিত করলে ওই উত্তরটিকে ভুল উত্তর হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এক্ষেত্রে ওপরে (খ) অংশে উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী নম্বর কাটা হবে।

ক্যাটেগরি ৩:

(ক) একাধিক অপশন ঠিক হতে পারে এবং কেবলমাত্র সব-ক'টি অপশন চিহ্নিত করলে তবেই মিলবে ২ (দুই) নম্বর।

(খ) এক বা একাধিক উত্তর ভুল হলে ওই প্রশ্নের উত্তরদানের ক্ষেত্রে শূন্য (০) নম্বর দেওয়া হবে, এবং

(গ) আংশিক ঠিক উত্তর এবং কোনও ভুল অপশন চিহ্নিত না করার ক্ষেত্রে নম্বর দেওয়া হবে এভাবে:
প্রদত্ত নম্বর = ২ × (প্রদত্ত ঠিক উত্তরের সংখ্যা) / (ঠিক অপশনের মোট সংখ্যা)

৩.২ উত্তর চিহ্নিত করার পদ্ধতি:

উত্তর চিহ্নিত করতে হবে মেশিনে পঠনযোগ্য বিশেষভাবে তৈরি উত্তরপত্রে (**ও এম আর** উত্তরপত্র)। **'ও এম আর উত্তরপত্রে' কেবলমাত্র নীল/কালো বল পয়েন্ট পেন দিয়ে উত্তর চিহ্নিত (ভরাট) করতে হবে।**

দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, পরীক্ষার সময় **ও এম আর উত্তরপত্র এবং অ্যাটেন্ডেন্স শিটের উভয়েতেই** পরীক্ষার্থীদের সমস্ত নির্ধারিত স্থানে বৃত্ত ভরাট (পূরণ) করার মাধ্যমে '**Question Booklet No.**'-সহ **সমস্ত** দরকারি তথ্যাবলি দিতে হবে।

৪.০ **মেধাতালিকা তৈরির পদ্ধতি এবং টাই ভাঙার নিয়মাবলি:**

'ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫'-তে তিনটি আলাদা মেধাতালিকা তৈরি করা হবে, এগুলি হল: (১) ইঞ্জিনিয়ারিং, (২) মেডিক্যাল এবং (৩) ফার্মাসি (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য ফার্মাসি কলেজগুলির জন্য)।

ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাটেগরিতে সফল পরীক্ষার্থীদের মেধাতালিকা তাদের প্রাপ্ত নম্বর ক্রমহ্রাসমানভাবে সাজিয়ে তৈরি করা হবে। তবে, কোনও ক্ষেত্রে একাধিক পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর সমান হয়ে গেলে (বা 'টাই' হলে) নিচের নিয়মগুলি অনুসরণ করে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে:

১. ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি মিলিয়ে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।
২. ম্যাথমেটিক্স ও ফিজিক্স মিলিয়ে বেশি ধনাত্মক নম্বর পাওয়া।
৩. ম্যাথমেটিক্স ও কেমিস্ট্রি মিলিয়ে বেশি ধনাত্মক নম্বর পাওয়া।
৪. ম্যাথমেটিক্স ও ফিজিক্স মিলিয়ে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।
৫. ম্যাথমেটিক্স ও কেমিস্ট্রি মিলিয়ে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।
৬. ম্যাথমেটিক্সে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নে বেশি ধনাত্মক নম্বর পাওয়া।
৭. ফিজিক্সে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নে বেশি ধনাত্মক নম্বর পাওয়া।
৮. কেমিস্ট্রিতে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নে বেশি ধনাত্মক নম্বর পাওয়া।
৯. ম্যাথমেটিক্সে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।
১০. ফিজিক্সে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।
১১. কেমিস্ট্রিতে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।

মেডিক্যাল ক্যাটেগরিতে সফল পরীক্ষার্থীদের মেধাতালিকা তাদের প্রাপ্ত নম্বর ক্রমহ্রাসমানভাবে সাজিয়ে তৈরি করা হবে। তবে, কোনও ক্ষেত্রে একাধিক পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর সমান হয়ে গেলে (বা 'টাই' হলে) নিচের নিয়মগুলি অনুসরণ করে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে:

১. বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি মিলিয়ে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।
২. বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস ও কেমিস্ট্রি মিলিয়ে বেশি ধনাত্মক নম্বর পাওয়া।
৩. বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস ও ফিজিক্স মিলিয়ে বেশি ধনাত্মক নম্বর পাওয়া।
৪. বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস ও কেমিস্ট্রি মিলিয়ে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।
৫. বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস ও ফিজিক্স মিলিয়ে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।
৬. বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেসে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নে বেশি ধনাত্মক নম্বর পাওয়া।
৭. কেমিস্ট্রিতে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নে বেশি ধনাত্মক নম্বর পাওয়া।
৮. ফিজিক্সে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নে বেশি ধনাত্মক নম্বর পাওয়া।
৯. বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেসে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।
১০. কেমিস্ট্রিতে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।
১১. ফিজিক্সে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি কোর্সের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মেধাতালিকা বিবেচনা করা হবে। **ফার্মাসি কোর্সের জন্য** (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাদে) একটি আলাদা মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। সমস্ত টাইপের ('E', 'M', 'C') পরীক্ষার্থীদের মেধাতালিকা ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি কম্বাইন্ড পেপারে তাদের প্রাপ্ত নম্বর ক্রমহ্রাসমানভাবে সাজিয়ে তৈরি করা হবে। তবে, কোনও ক্ষেত্রে একাধিক পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর সমান হয়ে গেলে (বা 'টাই' হলে) নিচের নিয়মগুলি অনুসরণ করে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে:

১. ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে সবচেয়ে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।
২. কেমিস্ট্রিতে বেশি ধনাত্মক নম্বর পাওয়া।
৩. কেমিস্ট্রিতে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।
৪. কেমিস্ট্রিতে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নগুলিতে বেশি ধনাত্মক নম্বর পাওয়া।
৫. কেমিস্ট্রিতে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নগুলিতে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।
৬. ফিজিক্সে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নে বেশি ধনাত্মক নম্বর পাওয়া।
৭. ফিজিক্সে কেবল ২ নম্বরের প্রশ্নে কম ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া।

যদি ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যালের মেধাতালিকা তৈরির ক্ষেত্রে ওপরের নিয়মগুলি প্রয়োগ করার পরেও একাধিক পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে 'টাই' থেকে যায়, তাহলে তা ভাঙার জন্য পরীক্ষার্থীর জন্মতারিখ (ডেট অফ বার্থ) বিবেচ্য হবে এবং এক্ষেত্রে কমবয়সীদের তুলনায় বয়স্কদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৫.০ পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতামান:

পরীক্ষা কিংবা ভর্তির পরে, বা তার যে কোনও পর্যায়ে, যদি অনুসন্ধান করে এমনটা জানা যায় যে, কোনও পরীক্ষার্থী নির্ধারিত বয়সের থেকে কম বয়সী বা অন্য কোনওভাবে অযোগ্য, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার ভর্তির আবেদন বাতিল করা হবে যদিও সে ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫ পরীক্ষায় বসে থাকে এবং মেধাতালিকায় স্থানও করে নিয়ে থাকে। ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫ পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করা বা উক্ত পরীক্ষায় পারফরমেন্সের ভিত্তিতে মেধাতালিকায় জায়গা করে নেওয়া কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজিক্যাল, ফার্মাসি, আর্কিটেকচার, মেডিক্যাল বা ডেন্টাল কোর্সে তার ভর্তির অধিকার/গ্যারান্টি সুনিশ্চিত করে না যদি না সে নিচে দেওয়া যাবতীয় নির্ধারিত যোগ্যতামান পূরণ করতে সক্ষম হয়।

৫.১ নাগরিকত্ব: পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই ভারতবর্ষের নাগরিক হতে হবে।

৫.২ বয়সসীমা:

ক) ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বাদে), ফার্মাসি এবং আর্কিটেকচার কোর্সের জন্য:

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫-এর ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর বয়স **কমপক্ষে** ১৭ (সতেরো) বছর বা তার বেশি হতে হবে। বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই।

খ) মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের জন্য:

যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা অনুসারে **৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫**-এর ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর বয়স **কমপক্ষে** ১৭ (সতেরো) বছর এবং **৩১ জুলাই, ২০১৫** তারিখের ভিত্তিতে **সর্বাধিক** ২৫ (পঁচিশ) বা তার কম হতে হবে।

গ) মেডিক্যাল/ডেন্টাল কোর্সের জন্য:

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫-এর ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর বয়স **কমপক্ষে** ১৭ (সতেরো) বছর বা তার বেশি হতে হবে। বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই।

৫.৩ আবাসিকত্বের (রেসিডেন্সিয়াল/ডোমিসাইল) ভিত্তিতে যোগ্যতামান:

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মেডিক্যাল, ডেন্টাল, ইঞ্জিনিয়ারিং / টেকনোলজি, ফার্মাসি এবং আর্কিটেকচার কোর্সে ভর্তির জন্য আবাসিকত্বের প্রয়োজনীয়তা নিচে টেবিলাকারে দেখানো হল:

প্রতিষ্ঠানের ধরন	আসনের ক্যাটেগরি	আবাসিকত্বের প্রয়োজনীয়তা
ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/ফার্মাসি/ আর্কিটেকচার প্রশিক্ষণ দেয় এমন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়:	সাধারণ ক্যাটেগরি	নেই
	সংরক্ষিত ক্যাটেগরি	আছে
সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজগুলি:	সাধারণ ক্যাটেগরি	আছে
	সংরক্ষিত ক্যাটেগরি	আছে
সরকারি ফার্মাসি কলেজগুলি:	সাধারণ ক্যাটেগরি	আছে
	সংরক্ষিত ক্যাটেগরি	আছে
ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/ফার্মাসি/ আর্কিটেকচার কোর্স চালায় এমন সেল্‌ফ-ফিনান্সিং প্রতিষ্ঠানগুলি:	সাধারণ ক্যাটেগরি	নেই
	সংরক্ষিত ক্যাটেগরি	আছে
মেডিক্যাল/ডেন্টাল কলেজগুলি:	সাধারণ ক্যাটেগরি	আছে
	সংরক্ষিত ক্যাটেগরি	আছে

৫.৩.১ পশ্চিমবঙ্গের আবাসিক হওয়ার ব্যাখ্যা:

(১) সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি কলেজ এবং ফার্মাসি কলেজ, (২) মেডিক্যাল বা ডেন্টাল কলেজ, (৩) কোনও প্রতিষ্ঠানে টি এফ ডব্লু ক্যাটেগরি আসন-সহ যে কোনও সংরক্ষিত ক্যাটেগরি আসনে ভর্তির জন্য পরীক্ষার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের আবাসিক হতেই হবে এবং এ জন্য তাদেরকে ওপরে লেখা যে কোনও ধরনের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আগে নির্ধারিত বয়ানে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আবাসিকত্বের শংসাপত্র (ডোমিসাইল সার্টিফিকেট) দাখিল করা বাধ্যতামূলক।

সেই সমস্ত পরীক্ষার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের আবাসিক বলে গণ্য করা হবে, যারা—

হয়

৩০.১২.২০১৪ তারিখের ভিত্তিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে বিগত ১০ (দশ) বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে আসছে (প্রোফর্মা 'এ-১' এবং 'এ-২')

অথবা,

ওই পরীক্ষার্থীর পিতা-মাতা অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী অধিবাসী এবং পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা রয়েছে (প্রোফর্মা 'বি')।

৫.৩.২ আবাসিকত্বের শংসাপত্র জমা দেওয়ার পদ্ধতি:

পরীক্ষার্থীকে নিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যমতো প্রোফর্মা 'এ-১' বা প্রোফর্মা 'এ-২' বা প্রোফর্মা 'বি' আবাসিকত্বের শংসাপত্র **আপলোড** করতে হবে।

আবাসিকত্বের শংসাপত্রের বয়ান (ব্ল্যাঙ্ক প্রোফর্মা) বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে। এটি ডাউনলোড করে এ-৪ মাপের সাদা কাগজে দুটি প্রিন্ট আউট নিতে হবে।

শংসাপত্রের দুটি কপিই যথাযথভাবে পূরণ করে নিচে ৫.৩.৩ অংশে দেওয়া তালিকাভুক্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রমাণিত/স্বাক্ষরিত করিয়ে নিতে হবে।

ওই শংসাপত্রের একটি কপি শংসাপত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের অফিসে ভবিষ্যতে দরকারে লাগার জন্য জমা রাখতে হবে।
আসল শংসাপত্রটি পরীক্ষার্থীরা সাবধানে রাখবে এবং কাউন্সেলিং ও ভর্তি প্রক্রিয়ার সময় এটি রিপোর্টিং সেন্টারে দাখিল করতে হবে।

৫.৩.৩ আবাসিকত্বের শংসাপত্র (ডোমিসাইল সার্টিফিকেট) ইস্যু করতে পারেন এমন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তালিকা:

এই তথ্যপুস্তিকার পরিশিষ্ট-৭ (অ্যাপেন্ডিক্স ৭) অংশে দেওয়া প্রোফর্মা অনুযায়ী মেডিক্যাল/ডেন্টাল কলেজ এবং সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি কলেজ বা সেল্‌ফ ফিনান্সিং ইনস্টিটিউশনে কোনও সংরক্ষিত ক্যাটেগরির আসনে ভর্তির জন্য ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীকে রেসিডেন্সিয়াল/ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে দরকারি প্রোফর্মা বা বয়ান বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে এ৪ মাপের সাদা কাগজে প্রিন্ট আউট নিয়ে যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

<u>প্রোফর্মা 'এ-১' বা প্রোফর্মা 'বি'</u>:

সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর স্থায়ী ঠিকানা (প্রোফর্মা 'এ-১') বা **পরীক্ষার্থীর পিতা-মাতার স্থায়ী বাসস্থান (প্রোফর্মা 'বি')**, প্রযোজ্যমতো যাঁর অধিক্ষেত্রাধীনে পড়ছে এমন কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের যে সমস্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই শংসাপত্র স্বাক্ষরিত করানো যাবে, তাঁরা হলেন:

১) জেলাশাসক বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট; ২) অতিরিক্ত জেলাশাসক বা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট; ৩) সহকারী জেলাশাসক বা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ৪) ডেপুটি কালেক্টর; ৫) মহকুমাশাসক বা সাব-ডিভিশনাল অফিসার; ৬) ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার; ৭) সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিস; ৮) অ্যাডিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিস; ৯) সাব-ডিভিশনাল পুলিস অফিসার বা ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিস; ১০) পুলিস কমিশনারেটের কমিশনার, অ্যাডিশনাল কমিশনার, জয়েন্ট কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার; ১১) সংশ্লিষ্ট জেলা বা মেট্রোপলিটান এলাকার যে কোনও র‍্যাঙ্ক বা পদে থাকা বা মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের বা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট; ১২) মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার, অ্যাডিশনাল কমিশনার, জয়েন্ট কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার; ১৩) মিউনিসিপ্যালিটির এগজিকিউটিভ অফিসার; ১৪) পশ্চিমবঙ্গ সরকার (জি টি এ-সহ) বা ভারত সরকারের মহাকরণে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বা সমতুল বা তার ওপরের পদে থাকা আধিকারিক; ১৫) পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা ভারত সরকারের মহাকরণে ডেপুটি ডিরেক্টর বা তার ওপরের পদে থাকা আধিকারিক।

কোনও পরীক্ষার্থী বা তার পিতা-মাতার ডোমিসাইল স্ট্যাটাসের পক্ষে শংসাপত্র ইস্যুকারী প্রতি আধিকারিক অবশ্যই ফর্মের নির্দিষ্ট স্থানে নিজের পুরো নাম, পদের নাম, চাকরির স্থানের নাম ও ঠিকানা, ল্যান্ডলাইন ও মোবাইল নম্বরের পাশাপাশি এমপ্লয়িজ আইডেন্টিটি কার্ড নম্বর উল্লেখ করবেন। এর প্রতিটি উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। ***ওপরে উল্লিখিত নন, এমন কোনও আধিকারিকের কাছ থেকে আনা শংসাপত্র গ্রহণ করা হবে না***।

দ্রষ্টব্য: মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাউন্সিলর/অল্ডারম্যান, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বা জি টি এ-র কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি, এম এল এ বা এম পি-দের মতো কোনও নির্বাচনে জেতা জনপ্রতিনিধি এই শংসাপত্র ইস্যু করতে পারবেন না।

প্রোফর্মা 'এ-২':

পরীক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে '১০+২' উত্তীর্ণ হয়েছে কিংবা ২০১৫ সালে '১০+২' পরীক্ষায় বসতে চলেছে, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এই ধরনের প্রোফর্মায় ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারবেন। এই শংসাপত্র সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর স্কুলশিক্ষার নথি যাচাইয়ের ভিত্তিতে ইস্যু করা যাবে। এই শংসাপত্রের বয়ানও বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে এবং এটি এখান থেকে ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে।

৫.৪ শিক্ষাগত যোগ্যতামান:

৫.৪.১ মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বাদে ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি কোর্সের ক্ষেত্রে:

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে (জুট অ্যান্ড ফাইবার টেকনোলজি বাদে)

পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই **ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন** বা সমতুল স্বীকৃত কাউন্সিল/বোর্ডের ১০+২ বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং:

- **আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্সে** এককভাবে পাস মার্কস পেয়ে থাকতে হবে।
- উল্লিখিত কোয়ালিফায়িং পরীক্ষায় উপরিলিখিত বিষয়গুলিতে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০% (তফসিলি জাতি/উপজাতি/প্রতিবন্ধী/ও বি সি পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৫৫%) নম্বর পাওয়ার পাশাপাশি ইংরেজিতে কমপক্ষে ৩০% (সকল ক্যাটেগরির পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) নম্বর-সহ পাস করে থাকতে হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ অন্য ইনস্টিটিউটগুলির ক্ষেত্রে (জুট অ্যান্ড ফাইবার টেকনোলজি)

পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই **ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন** বা সমতুল স্বীকৃত কাউন্সিল/বোর্ডের ১০+২ বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং:

- **আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ফিজিক্স ও ম্যাথমেটিক্সের** সঙ্গে কেমিস্ট্রি/বায়োটেকনোলজি/বায়োলজিতে এককভাবে পাস মার্কস পেয়ে থাকতে হবে।
- উল্লিখিত কোয়ালিফায়িং পরীক্ষায় উপরিলিখিত বিষয়গুলিতে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৪৫% (তফসিলি জাতি/উপজাতি/প্রতিবন্ধী/ও বি সি পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০%) নম্বর পাওয়ার পাশাপাশি ইংরেজিতে কমপক্ষে ৩০% (সকল ক্যাটেগরির পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) নম্বর-সহ পাস করে থাকতে হবে।

দ্রষ্টব্য: এখানে পাস মার্ক বলতে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিল/বোর্ডের তরফে প্রযোজ্যমতো থিওরি ও প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে পাস মার্ক পাওয়ার কথা বোঝানো হচ্ছে।

৫.৪.২ মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ক্ষেত্রে:

পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই **ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন** বা সমতুল স্বীকৃত কাউন্সিল/বোর্ডের ১০+২ বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং:

- **আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্সে** সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০% নম্বর এবং এককভাবে পাস মার্কস পেয়ে থাকতে হবে।
- ইংরেজি বিষয়ে '১০' বা '১০+২' স্তরে কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

দ্রষ্টব্য: এখানে পাস মার্ক বলতে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিল/বোর্ডের তরফে প্রযোজ্যমতো থিওরি ও প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে পাস মার্ক পাওয়ার কথা বোঝানো হচ্ছে।

৫.৪.৩ আর্কিটেকচার কোর্সের ক্ষেত্রে:

১০+২ স্তরে বিষয় হিসেবে ম্যাথমেটিক্স নিয়ে সিনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা বা সমতুল **নতুন ১০+২ স্কিমের শেষে**র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না-হয়ে থাকলে এবং এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৫০% নম্বর না থাকলে কোনও পরীক্ষার্থীকেই ভর্তি নেওয়া হবে না এবং এর পাশাপাশি ওই পরীক্ষার্থীকে **অ্যাপটিটিউট টেস্টেও উত্তীর্ণ** হয়ে থাকতে হবে।

দ্রষ্টব্য: ***১০+২ স্তরে ম্যাথমেটিক্স বিষয় হিসেবে নিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে থাকা বাধ্যতামূলক***।

৫.৪.৪ ফার্মাসি কোর্সের ক্ষেত্রে:

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে:

পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই **ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন** বা সমতুল স্বীকৃত কাউন্সিল/বোর্ডের ১০+২ বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং:

- **আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্সে** এককভাবে পাস মার্কস পেয়ে থাকতে হবে।
- উল্লিখিত ১০+২ কোয়ালিফায়িং পরীক্ষায় উপরিলিখিত বিষয়গুলিতে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০% (তফসিলি জাতি/উপজাতি/প্রতিবন্ধী/ও বি সি পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৫৫%) নম্বর পাওয়ার পাশাপাশি ইংরেজিতে কমপক্ষে ৩০% (সকল ক্যাটেগরির পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) নম্বর-সহ পাস করে থাকতে হবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাদে অন্য ফার্মাসি কলেজগুলির ক্ষেত্রে:

পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই **ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন** বা সমতুল স্বীকৃত কাউন্সিল/বোর্ডের ১০+২ বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং:

- **আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির** পাশাপাশি ম্যাথমেটিক্স/বায়োটেকনোলজি/বায়োলজিতে এককভাবে পাস মার্ক পেয়ে থাকতে হবে।
- উল্লিখিত ১০+২ কোয়ালিফায়িং পরীক্ষায় উপরিলিখিত বিষয়গুলিতে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৪৫% (তফসিলি জাতি/উপজাতি/প্রতিবন্ধী/ও বি সি পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০%) নম্বর পাওয়ার পাশাপাশি ইংরেজিতে কমপক্ষে ৩০% (সকল ক্যাটেগরির পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) নম্বর-সহ পাস করে থাকতে হবে।

দ্রষ্টব্য: এখানে পাস মার্ক বলতে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিল/বোর্ডের তরফে প্রযোজ্যমতো থিওরি ও প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে পাস মার্ক পাওয়ার কথা বোঝানো হচ্ছে।

৫.৪.৫ ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজিক্যাল/আর্কিটেকচার/ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির আবশ্যকীয় শর্ত:

ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/ফার্মাসি/আর্কিটেকচার-এর যে কোনও ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির জন্য ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫ র‍্যাঙ্ক থাকা বাধ্যতামূলক। অবশ্য, সেল্‌ফ ফিনান্সড প্রতিষ্ঠানগুলি সর্বভারতীয় প্রবেশিকার মেধাতালিকাভুক্ত পরীক্ষার্থীদেরও ভর্তি নিতে পারে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানগুলিতে 'অ্যাসোসিয়েশন অফ মাইনরিটি প্রফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনস' দ্বারা আয়োজিত অন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমেও ভর্তির জন্য কিছু আসন বরাদ্দ রয়েছে।

৫.৪.৬ মেডিক্যাল/ ডেন্টাল কোর্সের ক্ষেত্রে:

পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেল্‌থ সায়েন্সেস অনুমোদিত **ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন** বা সমতুল স্বীকৃত কাউন্সিল/বোর্ডের ১০+২ বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং:

- ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং ইংরেজিতে এককভাবে পাস মার্ক পেয়ে থাকতে হবে।
- উল্লিখিত ১০+২ কোয়ালিফায়িং পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি বিষয়গুলিতে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৫০% (তফসিলি জাতি/উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৪০%, ও বি সি-এ, ও বি সি-বি পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৪৫%) নম্বর পাওয়ার পাশাপাশি ইংরেজিতে কমপক্ষে ৩০% (সকল ক্যাটেগরির পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) নম্বর-সহ পাস করে থাকতে হবে।

দ্রষ্টব্য: এখানে পাস মার্ক বলতে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিল/বোর্ডের তরফে প্রযোজ্যমতো থিওরি ও প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে পাস মার্ক পাওয়ার কথা বোঝানো হচ্ছে।

এর সঙ্গে পরীক্ষার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের এই জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় (ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫) গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন, ১৯৯৭-এর জন্য মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা অনুযায়ী ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস বিষয়গুলিতে সম্মিলিতভাবে (এগ্রিগেটে) কমপক্ষে ৫০% (তফসিলি জাতি/উপজাতি, ও বি সি-এ/ও বি সি-বি পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০%, প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪০%) নম্বর পেতে হবে।

৫.৫ **মেডিক্যাল/ডেন্টাল কোর্সগুলিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত তথ্যাবলি:**

৫.৫.১ **'অল ইন্ডিয়া কোটা'র অধীনে আসনগুলিতে ভর্তি:**
এর জন্য সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, নয়া দিল্লি-র তরফে আয়োজিত আলাদা পরীক্ষায় বসার জন্য পৃথকভাবে আবেদন করতে হবে।

৫.৫.২ **মেডিক্যাল ফিটনেস:**
কাউন্সেলিংয়ের সময় রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনারের কাছ থেকে দৈহিক ও মানিসিক সুস্থতার প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে যার বয়ান কাউন্সেলিংয়ের সময় পাওয়া যাবে।

৬.০ **উপলব্ধ আসন:**
২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ডিগ্রিস্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি, ফার্মাসি, আর্কিটেকচার, মেডিক্যাল (এম বি বি এস), ডেন্টাল (বি ডি এস) কোর্সগুলিতে ভর্তির জন্য উপলব্ধ আসন নিচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:

৬.১ **ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি/ আর্কিটেকচার কোর্স:**

২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ডিগ্রিস্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি, ফার্মাসি, আর্কিটেকচার ইত্যাদিতে ভর্তির জন্য শর্তসাপেক্ষে এখনও পর্যন্ত উপলব্ধ কোর্সগুলির তালিকা এই তথ্যপুস্তিকায় **পরিশিষ্ট-৪ (অ্যাপেন্ডিক্স-৪)**-এ দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন ডিগ্রিস্তরীয় ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি, ফার্মাসি, আর্কিটেকচার কোর্স করিয়ে থাকে এমন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজ এবং সেল্‌ফ ফিনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজগুলির তালিকা এই তথ্যপুস্তিকায় পরিশিষ্ট-৫ (অ্যাপেন্ডিক্স-৫)-এ দেওয়া হয়েছে।

৬.১.২ **বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজগুলিতে উপলব্ধ ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি, ফার্মাসি ও আর্কিটেকচার কোর্সের আসন:**

সেল্‌ফ-ফিনান্সিং ভিত্তিতে চলা **ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বর্ধমান বিশ্বদ্যিালয়** বাদে বাকি আসনের **১০০%** এই রাজ্যস্তরীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন (অর্থাৎ, ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫)-এর মাধ্যমে ভর্তির জন্য পাওয়া যাবে। **ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়**-এর কেবল ৯০% আসন এই পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণ করা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকি ১০% আসন ম্যানেজমেন্ট কোটার মাধ্যমে পূরণ করা হয়।

৬.১.৩ **বিভিন্ন বেসরকারি ও সেল্‌ফ-ফিনান্সিং কলেজে উপলব্ধ ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি, ফার্মাসি ও আর্কিটেকচার কোর্সের আসন:**

রাজ্যস্তরীয় এই জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন (অর্থাৎ, **ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫**)-এর মাধ্যমে ভর্তির জন্য উপরোক্ত কলেজগুলির **৮০% থেকে ৯০%** আসন উপলব্ধ হবে। বাকি আসনের **১০%** সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা (অর্থাৎ, **জে ই ই মেইন-২০১৫**)-র মাধ্যমে পূরণ করা হবে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুসার সর্বাধিক **১০%** আসন **ম্যানেজমেন্ট কোটা**র মাধ্যমে ভর্তির জন্য সংরক্ষিত রাখা থাকবে।

৬.২ **মেডিক্যাল (এম বি বি এস) এবং ডেন্টাল (বি ডি এস) কোর্স:**

এম বি বি এস এবং বি ডি এস কোর্স করিয়ে থাকে এমন বিভিন্ন মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলির তালিকা এই তথ্যপুস্তিকার **পরিশিষ্ট-৬ (অ্যাপেন্ডিক্স-৬)**-তে দেওয়া হয়েছে।

৬.২.১ **সরকারি মেডিক্যাল/ডেন্টাল কলেজে উপলব্ধ আসন:**

এই রাজ্যস্তরীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন (অর্থাৎ, ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫)-এর মাধ্যমে **৮৫%** আসন পূরণ করা হবে। বাকি ১৫% আসন পূরণ করা হবে সর্বভারতীয় মেডিক্যাল এন্ট্রান্স এগজামিনেশন-এর মাধ্যমে।

৬.২.২ **বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে উপলব্ধ আসন:**

এই রাজ্যস্তরীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন (অর্থাৎ, ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫)-এর মাধ্যমে এই ধরনের কলেজগুলির কতগুলি আসনে ভর্তি হওয়া যাবে এবং ম্যানেজমেন্ট কোটার মাধ্যমে কতগুলি আসনে ভর্তি হওয়া যাবে, তার তালিকা কাউন্সেলিংয়ের সময় ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হবে।

৭. **সংরক্ষিত আসন:**

৭.১ **পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি জাতি/উপজাতি/ও বি সি-এ/ও বি সি-বি:**

রাজ্য সরকার দ্বারা পূর্ণত বা আংশিকভাবে আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি, ফার্মাসি, মেডিক্যাল, ডেন্টাল কোর্স করিয়ে থাকে এমন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে রাজ্য সরকারির নীতি অনুযায়ী তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং প্রতিবন্ধী ক্যাটেগরিতে আসন সংরক্ষিত থাকবে।

ও বি সি শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য আসন সংরক্ষণ রাজ্য সরকারের নীতি অনুযায়ী হবে যেহেতু এটি নতুন/অতিরিক্ত আসন তৈরির ওপর নির্ভরশীল। উপযুক্ত বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সংরক্ষিত আসনের সুবিধা পাওয়া যাবে।

আন-এইডেড সেল্‌ফ ফিনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি, ফার্মাসি, মেডিক্যাল, ডেন্টাল কলেজগুলির ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের এরূপ সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক নয়। অবশ্য, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এই ধরনের আসনে পড়ুয়া ভর্তি নিতে চাইবেন, সেখানে এই শ্রেণীভুক্ত পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য আসন উপলব্ধ হবে।

কেবল পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী (ডোমিসাইলড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল) তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (ও বি সি) ভুক্ত পড়ুয়ারা ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫ পরীক্ষার মাধ্যমে উপরিলিখিত উপায়ে সংরক্ষিত আসনগুলিতে ভর্তির সুবিধা পাবে। এই তফসিলি জাতি/উপজাতি তালিকাভুক্তির শংসাপত্র প্রদান করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তালিকা নিম্নরূপ:

ক) পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও অংশের অধিবাসী তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতি হিসেবে দাবি করা পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে— ১) ডেপুটি ডিরেক্টর, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ; ২) কমিশনার, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার, পশ্চিমবঙ্গ।

খ) যে সমস্ত পরীক্ষার্থী তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতি হিসেবে নিজেদের দাবি জানাচ্ছে এবং নিম্নলিখিত যে কোনও কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রাধীনে বসবাস করে, তাদের ক্ষেত্রে— ১) ডেপুটি কালেক্টর অফ ল্যান্ড রেভিনিউ, কলকাতা; ২) কালেক্টর অফ স্ট্যাম্প রেভিনিউ, কলকাতা; ৩) মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা; ৪) অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা; ৫) চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা; ৬) ফার্স্ট ক্লাস স্টাইপেন্ডিয়ারি ম্যাজিস্ট্রেট; ৭) এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট; ৮) সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট; ৯) সাব-ডিভিশনাল অফিসার; ১০) ডেপুটি কালেক্টর; ১১) অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট; ১২) কালেক্টর এবং ১৩) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। **ও বি সি পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে** উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কারা হবেন, তার তালিকা সংশ্লিষ্ট সরকারি নির্দেশনামা ইস্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়েবসাইটে (www.wbjeeb.in) তুলে দেওয়া হবে।

তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি/ও বি সি কোটার অধীনে সংরক্ষণ দাবি করা পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই ওপরে ক) বা খ)-তে উল্লিখিত যে কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্বাক্ষরিত শংসাপত্র জমা দিতে হবে এবং তা অবশ্যই প্রকৃত অনলাইন আবেদনের আগের কোনও তারিখে স্বাক্ষরিত হয়ে থাকতে হবে। আবেদনের তারিখের পরে স্বাক্ষরিত কোনও তফসিলি জাতি/উপজাতি তালিকাভুক্তির শংসাপত্র কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ভর্তির সময় গৃহীত হবে না।

৭.২ **অন্য রাজ্যের তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি/ও বি সি:**

পশ্চিমবঙ্গ বাদে অন্য রাজ্য থেকে আসা তফসিলি জাতি/উপজাতি পরীক্ষার্থীদের ওপরে উল্লিখিত সুবিধাবলির সুযোগ মিলবে না এবং তাদের অসংরক্ষিত (সাধারণ) পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে।

৭.৩ **পি ডব্লু ডি (প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন পরীক্ষার্থী):**

যে সমস্ত পরীক্ষার্থী পি ডব্লু ডি কোটার আওতায় সংরক্ষিত আসনে ভর্তি হওয়ার দাবি জানাবে, তাদের নিম্নলিখিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে **উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পি ডব্লু ডি তালিকাভুক্তির যথাযথ শংসাপত্র** পেশ করতে হবে:

বি ই/বি টেক/বি আর্ক/বি ফার্ম কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে:

বিশেষ কোনও ছাড় বা অব্যাহতি বাদে বি ই/বি টেক/বি আর্ক/বি ফার্ম কোর্সের থিওরি ও প্র্যাকটিক্যাল সম্পর্কিত সমস্ত কাজ করতে সমর্থ এই শর্তে **লোকোমোটর ডিসঅর্ডার, ভিস্যুয়াল ইমপেয়ারমেন্ট, স্পিচ ও হিয়ারিং ইমপেয়ারমেন্টে কমপক্ষে ৪০%** প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন পি ডব্লু ডি প্রার্থীরা এই ক্ষেত্রে সংরক্ষণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

এম বি বি এস/বি ডি এস কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে:

লোয়ার লিম্ব-এর ৫০-৭০% লোকোমোটর ডিসএবিলিটিসম্পন্ন পি ডব্লু ডি ক্যাটেগরিভুক্ত পরীক্ষার্থীরা এ ক্ষেত্রে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য, এমনটা যদি দেখা যায় যে ৫০-৭০% লোকোমোটর ডিসএবিলিটিসম্পন্ন উপযুক্ত সংখ্যক প্রার্থীর অভাবে এদের জন্য সংরক্ষিত আসন খালি থেকে যাচ্ছে, তাহলে লোয়ার লিম্বের অক্ষমতা ৪০-৫০% এমন ধরনের পরীক্ষার্থীদের দিয়ে ওই আসনগুলি পূরণ করা হবে।

কাউন্সেলিংয়ের সময় আই পি জি এম ই আর/এস এস কে এম হাসপাতালে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড ওই শংসাপত্রগুলি যাচাই করবে।

এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, লোকোমোটর ডিসএবিলিটি ছাড়া অন্য কোনও ধরনের প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন পরীক্ষার্থীরা পি ডব্লু ডি ক্যাটেগরির অধীনে ভর্তির জন্য বিবেচিত হবে না।

এক্ষেত্রে পি ডব্লু ডি শংসাপত্র প্রদান করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবেন:

রাজ্য সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতাল, সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল বা জেলা হাসপাতালের অফিসার-ইন-চার্জ বা মেডিকেল হেড।

৭.৪ **সংখ্যালঘু (শিখ এবং খ্রিস্টান) কোটার অধীনে আসন সংরক্ষণ:**

সংখ্যালঘু (মাইনরিটি) স্ট্যাটাস পাওয়া যে সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (তথ্যপুস্তিকার পরিশিষ্ট-৫-এ যাদের 'M' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) রয়েছে, তাদের অনুমোদিত আসনের ৫০% আসনে অসংরক্ষিত (জেনারেল) ক্যাটেগরিভুক্ত পড়ুয়ারা ভর্তির সুযোগ পাবে। এই সমস্ত আসনে ভর্তি হওয়া যাবে ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫ অথবা জে ই ই মেইনস-২০১৫-এর মেধাতালিকার মাধ্যমে।
অবশ্য, শিখ/খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত পড়ুয়ারা এই সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক মাইনরিটি কোটাভুক্ত আসনগুলিতে ভর্তি হওয়ার সুবিধা নিতে পারবে। সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলির এই ধরনের আসনগুলিতে 'সি ই ই-এ এম পি এ আই' পরীক্ষার মাধ্যমে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া যাবে। এই প্রক্রিয়ার পর যদি কোনও আসন খালি থেকে যায়, তাহলে তা সাধারণ কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

৭.৫ **তফসিলি জাতি/উপজাতি/ও বি সি/পি ডব্লু ডি পরীক্ষার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষণ:**

ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি/ আর্কিটেকচার কোর্স:

ক্রম নং	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি	তঃজাঃ/উঃজাঃ/ও বি সি-বি/দৈহিক প্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের জন্য উপলব্ধ সংরক্ষণের প্রযোজ্যতা
১.	বিশ্ববিদ্যালয়/ বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তর	সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসরণ করা হবে।
২.	সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি এবং ফার্মাসি কলেজগুলি	রাজ্য সরকারের সংরক্ষণ নীতি অনুসৃত হবে।
৩.	সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সেল্‌ফ-ফিনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি কলেজগুলি	রাজ্য সরকারের সংরক্ষণ নীতি অনুসৃত হবে।
৪.	আন-এইডেড সেল্‌ফ-ফিনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/ফার্মাসি কলেজগুলি	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পড়ুয়াদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হবে।

মেডিক্যাল (এম বি বি এস)/ডেন্টাল (বি ডি এস) কোর্স:

ক্রম নং	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি	তঃজাঃ/উঃজাঃ/ও বি সি-বি/দৈহিক প্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের জন্য উপলব্ধ সংরক্ষণের প্রযোজ্যতা
১.	সরকারি মেডিক্যাল/ডেন্টাল কলেজগুলি	রাজ্য সরকারের সংরক্ষণ নীতি অনুসৃত হবে।
২.	বেসরকারি এবং সেল্‌ফ-ফিনান্সিং মেডিক্যাল/ডেন্টাল কলেজগুলি	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পড়ুয়াদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হবে।

এখানে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, এই ধরনের সংরক্ষণের সুবিধা কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী অধিবাসী পরীক্ষার্থীদের জন্যই উপলব্ধ হবে।

৭.৬ **ডিফেন্স কোটার অধীনে পড়ুয়াদের জন্য আসন সংরক্ষণ:**

মোট ৯টি (নয়টি) আসন ডিফেন্স কোটাভুক্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ৭টি (সাতটি) আসন রাজ্যের সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজের বিভিন্ন শাখায়; ২টি (দুটি) আসন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ব্রাঞ্চে (শাখায়) কতগুলি আসন এভাবে সংরক্ষণের তালিকায় আসবে, তা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঠিক করবেন।
সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে যে ৭টি (সাতটি) আসন সংরক্ষিত থাকছে, তার শাখাভিত্তিক বিভাজন নিচে দেওয়া হল:

সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি কলেজের নাম	কোর্সের নাম	উপলব্ধ আসন
জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনফরমেশন টেকনোলজি	১ ১
গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেক্সটাইল টেকনোলজি, শ্রীরামপুর	ইনফরমেশন টেকনোলজি	১
গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেক্সটাইল টেকনোলজি, বহরমপুর	কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	১
গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সেরামিক টেকনোলজি, কলকাতা	ইনফরমেশন টেকনোলজি	১
গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লেদার টেকনোলজি, কলকাতা	লেদার টেকনোলজি	১
কল্যাণী গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কল্যাণী	ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১

ডিফেন্স কোটার অধীনে বিবেচিত হওয়ার জন্য পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট **জিলা সৈনিক বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গ** (প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে) এবং ইউনিটগুলির (কর্মরত সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে) মাধ্যমে নির্ধারিত বয়ানে আবেদন করতে হবে **রাজ্য সৈনিক বোর্ড, হোম ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলকাতা-৭০০ ০০১**-এর কাছে (যা উপরোক্ত ঠিকানায় উপলব্ধ) এবং সঙ্গে দিতে হবে **ডব্লু বি জে ই ই ই এম-২০১৫**'র অ্যাডমিট কার্ডের প্রত্যয়িত নকল (অ্যাটেস্টেড কপি)।

ডিফেন্স কোটার অধীন আসনগুলির বণ্টন ই-কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে করানো হয় না। উক্ত রাজ্য সৈনিক বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে অফলাইন কাউন্সেলিং এবং আসন বণ্টনের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন্স বোর্ড একটি পৃথক মেধাতালিকা প্রকাশ করবে।

৭.৭ **এন আই টি, আই আই আই টি এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউটে ভর্তির জে ই ই (মেইন) ২০১৫, অল ইন্ডিয়া কমন এন্ট্রান্স এগজামিনেশনে মেধাতালিকাভুক্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষণ:**

এন আই টি, আই আই আই টি এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউটে ভর্তির জে ই ই (মেইন) ২০১৫, অল ইন্ডিয়া কমন এন্ট্রান্স এগজামিনেশনে মেধাতালিকাভুক্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য রাজ্যের বিদ্যমান সেল্‌ফ ফাইনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজগুলির অনুমোদিত মোট আসন সংখ্যার সর্বাধিক ১০% পর্যন্ত আসন উপলব্ধ থাকবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা আয়োজিত কাউন্সেলিং পদ্ধতির মাধ্যমে কেবলমাত্র মেধা এবং পড়ুয়াদের পছন্দের ভিত্তিতে আসনগুলি বণ্টন করা হবে।

ডিগ্রিস্তরীয় ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/ফার্মাসি/আর্কিটেকচার কোর্সগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে ডব্লু বি জে ই ই-২০১৫ পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতামান এবং অন্যান্য শর্তাবলি জে ই ই (মেইন) ২০১৫ মেধাতালিকাভুক্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অবশ্য, এই ধরনের পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হওয়ার শর্তটি (ডোমিসাইল) প্রযোজ্য হবে না।

৭.৮ **ম্যানেজমেন্ট কোটার অধীনে আসন সংরক্ষণ:**

বি ই/ বি টেক/ বি ফার্ম/ বি আর্ক কোর্সগুলি পড়িয়ে থাকে রাজ্যের এমন কেবলমাত্র সেল্‌ফ-ফিনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি কলেজগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর পাশাপাশি সেল্‌ফ-ফিনান্সিং ভিত্তিতে পরিচালিত ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-এর ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন কোর্সে **অনুমোদিত আসনের ১০%** আসনে এই ম্যানেজমেন্ট কোটার অধীনে সরাসরি পড়ুয়াদের ভর্তি নেওয়া যাবে। অবশ্য, প্রতিষ্ঠানগুলি এই কোটার অধীনে পড়ুয়াদের ভর্তি নিতে পারে আবার না-ও পারে।

ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫-এর নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা, নাগরিকত্ব, বয়সসীমা ইত্যাদির মতো শর্তগুলি রাজ্যের ডিগ্রিস্তরীয় ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি/ আর্কিটেকচার কোর্সে এই ম্যানেজমেন্ট কোটার মাধ্যমে ভর্তি হতে আগ্রহী পড়ুয়াদের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে প্রযোজ্য হবে। অবশ্য, এই ধরনের পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হওয়ার শর্তটি (ডোমিসাইল) প্রযোজ্য হবে না।

৮. **আবেদনের পদ্ধতি:**

বোর্ডের ওয়েবসাইট/পোর্টাল **http://www.wbjeeb.nic.in**-এ অনলাইন পদ্ধতিতে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

পরীক্ষার্থীকে উপরোক্ত পোর্টালে গিয়ে দরকারি লিঙ্ক ONLINE APPLICATION WBJEEM-2015 অংশে ক্লিক করতে হবে যেখান থেকে প্রকৃত অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের অংশে যাওয়া যাবে। এই ফর্মটি ইন্টার‍্যাক্টিভ প্রকৃতির এবং এখানে যে সমস্ত অংশগুলি (ফিল্ড) পূরণ করতে হবে, তা বেশ কয়েকটি সাব-সেকশনে ভাগ করা আছে। **এখানে * চিহ্নযুক্ত অংশগুলি অবশ্যই পূরণ করতে হবে কারণ এগুলি পূরণ করা বাধ্যতামূলক**। এর অন্যথা হলে আবেদনপত্রটি আপলোড করা বা জমা দেওয়া যাবে না।

অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি মোটামুটি তিনটি ধাপে পূরণ করা যাবে: এগুলি হল **PERSONAL DETAILS, DOCUMENT UPLOADING এবং FEE PAYMENT**। অনুগ্রহ করে অ্যাপেন্ডিক্স-X অংশে অনলাইনে ফর্ম পূরণের সময় যে সমস্ত ফিল্ডগুলি পূরণ করতে হবে, তার তালিকা দেখে নাও।

পরীক্ষার্থীদের প্রথমে PERSONAL DETAILS অংশটি ঠিকঠাক পূরণ করতে হবে যার পরে DOCUMENT UPLOADING অংশে যাওয়া যাবে। দরকারি নথিগুলি একবার ঠিকমতো আপলোড করতে পারলে সিস্টেম নিজে থেকেই তোমাদের FEE PAYMENT অংশে নিয়ে যাবে। শেষে, সফলভাবে ফি প্রদান করার পর পরীক্ষার্থীদের নিজেদের কাছে রাখার জন্য **CONFIRMATION PAGE** জেনারেট হয়ে যাবে। **কোনও নথি ডাক মাধ্যমে পাঠানোর দরকার নেই**।

৮.১ **অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম:**

এখানে যে সমস্ত ফিল্ডগুলো পূরণ করতে হবে, তার সবগুলিই ইন্টার‍্যাক্টিভ ধরনের। কোনও নির্দিষ্ট ফিল্ডে কারসার নিয়ে গেলে এই অংশটি পূরণ করার জন্য কারসার টিপ মেসেজ দেখা যাবে। কোনও সমস্যা হলে ওই ফিল্ডের ঠিক ডানদিকে HELP আইকনে ক্লিক করলে ওই অংশটি পূরণ করার জন্য তথ্যপুস্তিকার যে অংশটি দরকারি, তা দেখা যাবে। অনুগ্রহ করে খেয়াল রেখো, পরীক্ষার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, ডোমিসাইল এবং জন্মতারিখ, সবে মিলে যেন প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আলাদা হয়।

PERSONAL DETAILS অংশগুলি ঠিকঠাক পূরণ করলে সিস্টেম নিজে থেকেই একটি ৭ অঙ্কবিশিষ্ট **APPLICATION NUMBER** জেনারেট করে দেবে। এখানে পরীক্ষার্থীকে একটা **পাসওয়ার্ড** দিতে হবে এবং এটি গোপনে রাখতে হবে যা পরবর্তীতে নিজের ডোমেইনে পরবর্তী এন্ট্রিগুলো করতে কাজে লাগবে। এই ধাপে একটা **SECURITY QUESTION AND ANSWER** বেছে নিতে হবে।

কোনও সময় যদি পাসওয়ার্ড ভুলে যাও, তাহলে এই গোপন সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন ও তার উত্তর দিয়ে পাসওয়ার্ড ফের পাওয়া যাবে। একবার অ্যাপ্লিকেশন নম্বর জেনারেট হয়ে গেলে এবং পাসওয়ার্ড বেছে নেওয়া হলে, পরীক্ষার্থী সিস্টেম থেকে লগ আউট করে যেতে পারে। পরবর্তীতে যে সমস্ত কারণে পরীক্ষার্থীকে সিস্টেমে ঢুকতে হতে পারে, সেগুলি এখানে নিচে দেওয়া হল:

- পার্সোনাল ইনফরমেশন দেখা এবং বদলানো (ডকুমেন্ট আপলোড স্টেজে যাওয়ার আগে পর্যন্ত)
- নথি আপলোড করার জন্য
- ব্যাঙ্কের জন্য ই-চালান প্রিন্ট নিতে/ ই পি জি-র মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার জন্য
- কনফার্মেশন পেজ প্রিন্ট আউট নেওয়ার জন্য
- দরকার মনে করলে বোর্ডের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে নিজের তথ্য সংশোধনের দরকার হলে
- পরীক্ষার পরে ও এম আর উত্তরপত্র এবং ফল দেখার জন্য

পরীক্ষার্থীকে এই সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন নম্বর এবং নিজের দেওয়া পাসওয়ার্ড পরবর্তীকালে সিস্টেমে ঢুকে যে কোনও কাজের জন্য দিতে হবে। তাই, পরীক্ষার্থীকে এই সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন নম্বর এবং নিজের পাসওয়ার্ড গোপনে কোথাও লিখে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কোনও সময় যদি পরীক্ষার্থী নিজের পাসওয়ার্ড ভুলে যায় তাহলে **গোপন প্রশ্ন এবং তার উত্তর**টিও পরীক্ষার্থীকে সিস্টেমে দিতে হবে। তাই এই গোপন প্রশ্ন এবং তার উত্তরটিও পরীক্ষার্থীকে গোপনে কোথাও টুকে রাখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৮.২ **নথি আপলোড করা:**

সমস্ত পরীক্ষার্থীকেই নিম্নলিখিত তিনটি ছবি এবং একটি নথি আপলোড করতে হবে।

১. **সম্প্রতি তোলা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ছবি।**
২. **বাম হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ (এল টি আই)।**
৩. **নিজের স্বাক্ষর।**
৪. **দশম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড।**

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী যে সমস্ত পরীক্ষার্থী বিভিন্ন শ্রেণীভিত্তিক সুবিধা পেতে আগ্রহী, প্রযোজ্যমতো তাদের নিম্নলিখিত নথিগুলিও আপলোড করতে হবে:

- **তথ্যপুস্তিকায় দেওয়া ফরম্যাট অনুযায়ী যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ডোমিসাইল সার্টিফিকেট।**
- **তথ্যপুস্তিকায় বিবৃত নিয়ম অনুযায়ী তফসিলি জাতি/উপজাতি/ও বি সি শংসাপত্র।**
- **তথ্যপুস্তিকায় উল্লিখিতমতো পি ডব্লু ডি সার্টিফিকেট (প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র)।**
- **তথ্যপুস্তিকায় দেওয়া নির্ধারিত বয়ানে ইনকাম সার্টিফিকেট (আয়ের শংসাপত্র)।**

সমস্ত আপলোড করা ছবি/নথি jpg/jpeg ফরম্যাটে হতে হবে। নথির পৃষ্ঠার মাপ এ৪ হতে হবে। নথিগুলির মাপ/আকার ইত্যাদির বিবরণ এখানে নিচে দেওয়া হল:

নথি	স্টোরেজ সাইজ		ইমেজ ডাইমেনশন		কাদের জন্য প্রযোজ্য
	সর্বনিম্ন	সর্বাধিক	উচ্চতা	চওড়া (বেধ)	
ছবি	৪ কেবি	১০০ কেবি	৪.৫ সেমি	৩.৫ সেমি	সমস্ত পরীক্ষার্থী
বাম হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ	১ কেবি	৩০ কেবি	১.৫ সেমি	৩.৫ সেমি	সমস্ত পরীক্ষার্থী
স্বাক্ষর	১ কেবি	৩০ কেবি	১.৫ সেমি	৩.৫ সেমি	সমস্ত পরীক্ষার্থী
দশম শ্রেণীর অ্যাডমিট কার্ড	৫০ কেবি	৩০০ কেবি	২১০ মিমি	২৯৭ মিমি	সমস্ত পরীক্ষার্থী
ইনকাম সার্টিফিকেট	৫০ কেবি	৩০০ কেবি	২১০ মিমি	২৯৭ মিমি	পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী টি এফ ডব্লু
পি ডব্লু ডি সার্টিফিকেট	৫০ কেবি	৩০০ কেবি	২১০ মিমি	২৯৭ মিমি	পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী পি ডব্লু ডি
তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি/ও বি সি-এ/ ও বি সি-বি সার্টিফিকেট	৫০ কেবি	৩০০ কেবি	২১০ মিমি	২৯৭ মিমি	পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি/ওবিসি-এ/ওবিসি-বি
ডোমিসাইল সার্টিফিকেট	৫০ কেবি	৩০০ কেবি	২১০ মিমি	২৯৭ মিমি	পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ('E' টাইপ সাধারণ পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অপশনাল/ঐচ্ছিক*)

* পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী 'E' টাইপ যে সমস্ত পরীক্ষার্থী অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করার সময় তাদের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট আপলোড করবে না, তারা কোনও সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না।

ওয়েবসাইটে একটি আলাদা লিঙ্কে নথি আপলোড করার বিস্তারিত নির্দেশিকা দেওয়া আছে।

৮.৩ **আবেদনের ফি:**

পরীক্ষার্থীর ক্যাটেগরি ও লিঙ্গ বিভেদ ছাড়াই ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫'র জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীকে অনলাইন পদ্ধতিতে আবেদনের ফি হিসেবে ৫০০ টাকা (পাঁচশো টাকা) দিতে হবে। PERSONAL DETAILS সফলভাবে আপলোড করার পর আবেদনকারী অ্যাপ্লিকেশন ফি পেমেন্ট সম্পর্কিত ওয়েবপেজে যেতে পারবে। এখানে পরীক্ষার্থী নিম্নলিখিত উপায়গুলির মাধ্যমে এই ফি প্রদান করতে পারবে:

টাইপ	ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫'র মাধ্যমে ভর্তির জন্য উপলব্ধ কোর্সের প্রকারভেদ	প্রদেয় ফি (টাকা)
E	কেবলমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজিক্যাল/আর্কিটেকচার/ফার্মাসি	৫০০
M	কেবলমাত্র মেডিক্যাল/ডেন্টাল	৫০০
C	ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজিক্যাল/আর্কিটেকচার/ফার্মাসি /মেডিক্যাল/ডেন্টাল	৬০০

উপরোক্ত ফি ছাড়াও প্রযোজ্যমতো ব্যাঙ্ক চার্জ ধার্য হতে পারে।

(ক) **এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ই-চালানের মাধ্যমে ফি প্রদান:**

এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি জমা দিতে চাইলে আবেদনকারীকে 'Allahabad Bank e-challan' বাছতে হবে। এই মোডটি সিলেক্ট করলে পরীক্ষার্থীর বিশদ বিবরণ সংবলিত একটি ই-চালান পাওয়া যাবে (ইন্টারনেট থেকেই) যার প্রিন্ট-আউট নিয়ে পরীক্ষার্থীকে ফি জমা দেওয়ার জন্য তার নিকটবর্তী **এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কোর ব্যাঙ্কিং সার্ভিসেস (সি বি এস) সুবিধাযুক্ত কোনও শাখায়** যেতে হবে। আর্থিক লেনদেনের ব্যাপার চুকে গেলে ব্যাঙ্কের তরফে ই-চালানের একটি অংশ রেখে দিয়ে বাকি দুটি অংশ (যার একটি পরীক্ষার্থীর কপি এবং অপরটি বোর্ডের কপি) পরীক্ষার্থীকে ফেরত দেওয়া হবে। এর পর পরীক্ষার্থীকে ফের ইন্টারনেটে বোর্ডের ওয়েবসাইটে লগ-ইন করে ব্যাঙ্কের আধিকারিক দ্বারা ই-চালানে লিখিত বিবরণ আপলোড **করতে হবে। এর পর** সিস্টেম মারফত একটি 'কনফার্মেশন পেজ' তৈরি হয়ে যাবে।

(খ) **ই পি জি-র মাধ্যমে ফি প্রদান:**

ইলেকট্রনিক পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি দিতে চাইলে পরীক্ষার্থীকে EPG বেছে নিতে হবে। এখানে ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড কিংবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া যাবে। ট্রানজাকশন শেষ হলেই একটি রসিদ **(রিসিট) ওইট্রানজাকশনের বিস্তারিত তথ্য-সহ জেনারেট হয়ে যাবে। একই সঙ্গে কনফার্মেশন পেজ**-ও তৈরি হয়ে যাবে।

৮.৪ **কনফার্মেশন পেজ:**

পরীক্ষার ফি সফলভাবে জমা দিতে পারলে এই কনফার্মেশন পেজ তৈরি হবে। এটি তৈরি হওয়ার অর্থ হল পরীক্ষার্থী সফলভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে পেরেছে। ভবিষ্যতে দরকারের কথা মাথায় রেখে এই কনফার্মেশন পেজে-এর প্রিন্ট আউট নিয়ে সাবধানে সংরক্ষণ করতে হবে। **এটি বোর্ডের অফিসে ডাক মাধ্যমে পাঠানোর কোনও দরকার নেই**।

৯. **আবেদনপত্র পূরণ:**

অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি পূরণ করার ব্যাপারটা পুরোপুরি ইন্টার‍্যাক্টিভ প্রকৃতির এবং ফর্ম পূরণের সময় অনলাইন সহায়তার ব্যবস্থা থাকবে। ফর্ম পূরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে তথ্যপুস্তিকার **পরিশিষ্ট-৩ (অ্যাপেন্ডিক্স-৩) এবং পরিশিষ্ট-১০ (অ্যাপেন্ডিক্স-১০)** অংশগুলি দেখতে হবে।

৯.১ **ত্রুটি এবং ত্রুটি সংশোধন:**

সাধারণভাবে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, একজন পরীক্ষার্থী সঠিকভাবে সমস্ত তথ্যাবলি পূরণ করে পরবর্তী পর্যায়ে যেতে পারবে। অবশ্য, কোনও পর্যায়ে যদি কোনও সংশোধনের প্রয়োজন হয়, তার জন্য একটি 'উইন্ডো পিরিয়ড'-এর ব্যবস্থা রাখা থাকছে, যে মেয়াদে একজন পরীক্ষার্থী তার দেওয়া তথ্যাবলি সংশোধন করার সুযোগ পাবে। এই নির্ধারিত উইন্ডো পিরিয়ডের পরে প্রদত্ত তথ্যে আর কোনও সংশোধন/সংযোজন করার সুযোগ থাকবে না।

www.wbjeeb.nic.in ওয়েবসাইটে নিজের ডোমেইনে ঢোকার জন্য একজন পরীক্ষার্থীকে নিজের অ্যাপ্লিকেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। এখানে তার দেওয়া তথ্যে কোনও ত্রুটি থেকে গেছে কি না, তা সে জানতে পারবে। ত্রুটির গুরুত্ব অনুযায়ী একজন পরীক্ষার্থীকে বোর্ডের অফিস থেকে ফোন করেও এগুলি জানানো হতে পারে।

পরিশিষ্ট-১১-এ উল্লিখিত ক্রিয়া নং-৭ অনুযায়ী একজন পরীক্ষার্থী ওপরে উল্লিখিত মেয়াদে তার নতুন শংসাপত্র আপলোড করতে পারে। ওই নির্ধারিত মেয়াদের পরে ত্রুটি সংশোধনের আর কোনও সুযোগ থাকবে না।

১০. **অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা:**

প্রতিটি পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫-এর জন্য বণ্টিত পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম উল্লেখ করে একটি অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা হবে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর ওয়েব পেজে অ্যাডমিট কার্ডের ডাউনলোডযোগ্য একটি সংস্করণও দেওয়া থাকবে। **প্রতিটি পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে একটি করে পৃথক এগজামিনেশন রোল নম্বরও বোর্ডের তরফে দেওয়া হবে**।

পরীক্ষার্থীকে ওয়েবসাইট থেকে অ্যাডমিট কার্ডের সফ্‌ট কপি ডাউনলোড করে নিতে হবে। এটির একটি প্রিন্ট আউট বা হার্ড কপি নিয়ে তাকে ওই অ্যাডমিট কার্ডে উল্লিখিত পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে হবে এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করা ছবির অনুরূপ একটি আসল ছবি তার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

পরীক্ষার্থীদের এটা কঠোরভাবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে অ্যাডমিট কার্ডে পরীক্ষার্থীর ছবি এবং স্বাক্ষররের অংশগুলি কোনওভাবে ময়লা/নোংরা/ভাঁজ বা কুঞ্চিত না হয়ে যায়। এই ধরনের কোনও ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে পরীক্ষার্থীর ছবি ও স্বাক্ষরের অংশগুলি ময়লা/নোংরা/ভাঁজ হওয়া বা কুঁচকে গেছে, তাহলে ওই পরীক্ষার্থীকে ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫ পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হবে না।

ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অ্যাডমিট কার্ড খুব সাবধানে সতর্কতার সঙ্গে সুরক্ষিত কোনও স্থানে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া সকল পরীক্ষার্থীকেই শর্তসাপেক্ষে ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫ পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হবে। যদি, পরবর্তীকালে কোনও পর্যায়ে এমনটা দেখা যায় যে, ওই পরীক্ষার্থী অন্য কোনও কারণে অযোগ্য, তার পরীক্ষার্থী পদ সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করা হবে যদিও সে ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫ পরীক্ষায় বসে থাকে এবং মেধাতালিকায় তার নাম উঠে থাকে।

আগে উল্লিখিতমতো কাউন্সেলিং এবং ফিজিক্যাল অ্যাডমিশনের সময় এবং পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় যদি কোনও পরীক্ষার্থী দরকারি নথিপত্রের আসল কপি দাখিল করতে না পারে, তাহলেও তার পরীক্ষার্থী পদ বাতিল করা হবে।

১১. পরীক্ষাকেন্দ্র বণ্টন:

অনলাইন ফর্ম পূরণের সময় দেওয়া পরীক্ষার্থীর পছন্দ মোতাবেক পরীক্ষাকেন্দ্র বণ্টন করা হবে। অবশ্য, এ ক্ষেত্রে পরীক্ষাকেন্দ্র বণ্টনের বিষয়ে বোর্ডের মতামত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কোনও পরিস্থিতিতেই একবার বণ্টিত পরীক্ষাকেন্দ্র বদলানো হবে না। পরিশিষ্ট-৯ (অ্যাপেন্ডিক্স-IX) অংশে জেলাভিত্তিক পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে।

- **পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরার পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই তাদের পছন্দের তিনটি জোন চিহ্নিত করতে হবে।**
- **ওপরে উল্লিখিত রাজ্যগুলি বাদে অন্য রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা অবশ্যই কলকাতা/হাওড়া/দক্ষিণ ২৪** পরগনা/উত্তর ২৪ পরগনাকে তাদের পছন্দানুসার সাজিয়ে চিহ্নিত করে দেবে।
- **যথেষ্ট সংখ্যক পরীক্ষার্থী না পাওয়া গেলে কোনও পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করা হতে পারে।**

১২. ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫'র মূল্যায়ণ এবং ফলপ্রকাশ:

১২.১ উত্তরপত্র স্ক্রুটিনি/রিভিউয়ের বিধি:

পরীক্ষার পরে বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রশ্নগুলির নমুনা উত্তর সমস্ত মহল থেকে যাচাইয়ের জন্য প্রকাশ করা হবে। এর পরে একদল রিভিউয়ার (যাঁরা পেপার সেটিং/মডারেশন পদ্ধতির সঙ্গে কোনওভাবে জড়িত নন) ওই নমুনা উত্তরগুলি ঠিকঠাক করবেন।

ফলপ্রকাশের আগে প্রতিটি পরীক্ষার্থীর রেসপন্স শিট (উত্তরপত্র) ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেওয়া হবে এবং সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নপিছু তার প্রাপ্ত নম্বরও দেখানো থাকবে। একজন পরীক্ষার্থী মেশিনে পরীক্ষিত তার উত্তরপত্র ফের মূল্যায়নের জন্য অনলাইনে আবেদন জানাতে পারে, তবে তার জন্য তাকে **বিষয়পিছু ৫০০ টাকা** নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে জমা করতে হবে। ফলপ্রকাশের আগেই এই সমস্ত কার্যাবলি করা যাবে। ফলপ্রকাশের পরে এই ধরনের স্ক্রুটিনি এবং/বা রিভিউয়ের কোনও সংস্থান থাকছে না এবং এই কারণে ফলপ্রকাশের পরে এই ধরনের কোনও অনুরোধ রাখা সম্ভব হবে না।

১২.২ ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫'র ফলপ্রকাশ:

বোর্ডের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি অন্যান্য কয়েকটি ওয়েবসাইটে ফল দেখা যাবে। ফলপ্রকাশের আগে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক/প্রিন্টিং মিডিয়ায় এই সংক্রান্ত তথ্য জানা যাবে।

১৩. আইনি অধিক্ষেত্র:

১৩.১ ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫ পরিচালন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াবলি কেবলমাত্র কলকাতার অধিক্ষেত্রাধীন হবে।

১৩.২ ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫'র মাধ্যমে কোনও কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে যে কোনও প্রকার ঝামেলা বা মামলার ক্ষেত্রে বোর্ড কোনও পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

১৪. পরীক্ষা আয়োজনের পদ্ধতি:

অ্যাপেন্ডিক্স-**II**-তে পরীক্ষা আয়োজন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলি বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে। দরকারি তথ্যের জন্য তথ্যপুস্তিকার অ্যাপেন্ডিক্স-**III** অংশটিও দেখা যেতে পারে।

১৫. কাউন্সেলিং এবং ভর্তি:

১৫.১ ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজিক্যাল/ফার্মাসি/আর্কিটেকচার কোর্সের কাউন্সেলিং পদ্ধতি:

বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজে ভর্তি এবং সেখানকার আসন সংখ্যার বিভাজন সংক্রান্ত তথ্যাবলি পরবর্তীকালে যথাসময়ে জানানো হবে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, মেধাতালিকাভুক্তি কোনও পরীক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তির যোগ্যতা সুনিশ্চিত করে না।

অ্যাপেন্ডিক্স-IV-এ ফার্মেসি ও আর্কিটেকচার-সহ ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কোর্সের বিভিন্ন শাখার কোডগুলি দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য **অ্যাপেন্ডিক্স-V**-এ এই সমস্ত কোর্সগুলি করানো হয় এমন বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের তালিকা দেওয়া আছে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, কাউন্সেলিং এবং অ্যালটমেন্টের আগে অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানগুলির তরফে শাখাভিত্তিক প্রাপ্তব্য আসন সংখ্যার অন্তিম তালিকা দেওয়া হবে।

১৫.২ **মেডিক্যাল/ডেন্টাল কোর্সের কাউন্সেলিং পদ্ধতি:**

অ্যাপেন্ডিক্স-VI-তে উল্লিখিত মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এম বি বি এস এবং ডেন্টাল কলেজগুলিতে বি ডি এস কোর্সে ভর্তি ডব্লু জে ই ই এম-২০১৫-এর মেধাতালিকা প্রকাশের পর ই-কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে করানো হবে। আসন বণ্টন প্রক্রিয়াটি নির্ভর করবে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় মেধাতালিকায় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর অবস্থান এবং মেডিক্যাল বা ডেন্টাল কলেজে ভর্তির জন্য তার দেওয়া পছন্দের তালিকার ভিত্তিতে যা নির্ধারিত যোগ্যতামানের শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষ হবে। এই কোর্সগুলির কাউন্সেলিংয়ের দিনক্ষণ ও সূচি যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেওয়া হবে।

এম বি বি এস এবং বি ডি এস উভয় কোর্সের জন্য মনোনয়ন পাওয়া পরীক্ষার্থীদের পাস করে বেরনোর পর কমপক্ষে ৩ বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও স্থানে রাজ্য সরকারের অধীনে কাজ করার বন্ডে স্বাক্ষর করতে হবে।

মেডিক্যাল এবং ডেন্টাল কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য উপলব্ধ আসনের খতিয়ান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে প্রকাশ করবেন।

১৬. **টিউশন ফি ওয়েভার (টি এফ ডব্লু) স্কিম এবং অন্যান্য ফ্রি-শিপ স্কিম:**

১৬.১ **টিউশন ফি ওয়েভার (টি এফ ডব্লু) স্কিম:**

কেবল আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি/ আর্কিটেকচার শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিকভাবে অনগ্রসর কিন্তু মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে এ আই সি টি ই অনুমোদিত ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি/ আর্কিটেকচার শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেয় এমন রাজ্যের সমস্ত সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজ, সেল্‌ফ-ফাইনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজ, ফার্মাসি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়/ বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরে **এ আই সি টি ই-র টিউশন ফি ওয়েভার স্কিম (টি এফ ডব্লু)** চালু করা হয়েছে।

১৬.১.১ **টি এফ ডব্লু স্কিমের আওতায় প্রাপ্তব্য আসন এবং অন্যান্য প্রণালী:**

১) এই স্কিমের আওতায় প্রতি কোর্স পিছু অনুমোদিত আসন সংখ্যার ওপরে সর্বাধিক ৫% পর্যন্ত আসনে ভর্তি নেওয়া যাবে। **এই আসনগুলি প্রকৃতিতে হিসাবের অতিরিক্ত (supernumerary) হবে।**

২) বিশ্ববিদ্যালয়/ বিশ্ববিদ্যালয় দপ্তরগুলির ক্ষেত্রে এই স্কিমের অধীনে ভর্তির জন্য উপলব্ধ আসনের সংখ্যা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন হবে।

৩) এই **ছাড়** কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি-এর ওপরেই মিলবে। টিউশন ফি বাদে অন্যান্য সমস্ত ফি সুবিধা প্রাপককেই প্রদান করতে হবে।

৪) এই ক্যাটেগরির অধীনে পড়ুয়া না-পাওয়া গেলে কিংবা এই স্কিমের অধীনে আগেই বিবেচিত হওয়া কোনও পড়ুয়া যথাযথ সময়ে রিপোর্টিং না করলে ফাঁখা থাকা আসনগুলি অন্য ক্যাটেগরির পড়ুয়াদের **দেওয়া হবে না।**

৫) **টিউশন ফি ওয়েভার স্কিমে**র আওতায় কোন কোন পড়ুয়া আসবে তা যোগ্য পড়ুয়াদের মধ্যে থেকে স্টেট জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন (**ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫**)-এর মেধাতালিকার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে।

১৬.১.২ **টি এফ ডব্লু-র যোগ্যতামান:**

১) পড়ুয়াকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হতে হবে।

২) এই স্কিমের অধীনে বিবেচিত হতে গেলে এই তথ্যপুস্তিকার আর্টিকল **৫.৩.৩**-তে উল্লেখমতো '**ডোমিসাইল সার্টিফিকেট**'-এর ফটোকপি দাখিল করতেই হবে।

৩) ওই পড়ুয়ার মোট বার্ষিক পারিবারিক উপার্জন (সমস্ত সূত্র থেকে) **টাঃ ২.৫০ লাখ** (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) টাকার কম হতে হবে।

৪) এই স্কিমের অধীনে বিবেচিত হতে গেলে এই তথ্যপুস্তিকায় অ্যাপেন্ডিক্স-VIII-তে উল্লিখিতমতো নির্ধারিত বয়ানে '**ইনকাম সার্টিফিকেট**'-এর ফটোকপি দাখিল করতেই হবে।

১৬.১.৩ **আবেদনকারী পড়ুয়ার পারিবারিক বার্ষিক উপার্জনের পরিপ্রেক্ষিতে 'ইনকাম সার্টিফিকেট' দাখিল করার পদ্ধতি:**

১) পড়ুয়াকে এই তথ্যপুস্তিকায় দেওয়া পরিশিষ্ট-৮ (Appendix-VIII)-তে দেওয়া ব্ল্যাঙ্ক প্রোফর্মা অনুযায়ী 'ইনকাম সার্টিফিকেট' দাখিল করতে হবে।

২) এই 'ব্ল্যাঙ্ক প্রোফর্মা' ডাউনলোড করে দুটি এ-৪ মাপের কাগজে প্রিন্ট আউট নিতে হবে।

৩) যথাযথভাবে শংসাপত্রটি পূরণ করে এখানে নিচে দেওয়া তালিকাভুক্ত যে কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তা স্বাক্ষরিত করিয়ে নিতে হবে।

৪) দুটি কপির মধ্যে একটি শংসাপত্র প্রদানকারীর অফিসে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে/যথার্থতা যাচাইয়ের কারণে জমা রাখতে হবে।

আসল শংসাপত্রটি পরীক্ষার্থীকে সাবধানে সংরক্ষিত করতে হবে এবং ভর্তির সময় রিপোর্টিং সেন্টারে এটি দাখিল করতে হবে।

১৬.১.৪ **সমস্ত সূত্র থেকে বার্ষিক পারিবারিক উপার্জন শংসাপত্র প্রদান করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ:**

গ্রামীণ এলাকার ক্ষেত্রে সমস্ত সূত্র থেকে পিতা-মাতা/অভিভাবকের বার্ষিক উপার্জন নির্ধারণের ক্ষেত্রে শংসাপত্র প্রদান করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হবেন রাজ্য সরকারের ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার বা সাব-ডিভিশনাল অফিসার বা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট/গ্রুপ 'এ' গেজেটেড অফিসার বা গ্রামীণ অঞ্চলের রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের সমতুল পদে থাকা কোনও আধিকারিক।

বা,

শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে এই শংসাপত্র প্রদান করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হবেন মিউনিসিপ্যালিটির এগজিকিউটিভ অফিসার/অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বা তারও ওপরের পদমর্যাদার কোনও আধিকারিক/মিউনিসিপ্যাল কমিশনারেট/রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রুপ 'এ' গেজেটেড অফিসার বা তার ওপরের পদমর্যাদার কোনও আধিকারিক।

দ্রষ্টব্য: *এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, উল্লিখিত উপার্জন শংসাপত্র ওপরে লেখা আধিকারিক বাদে অন্য কারও কাছ থেকে করিয়ে আনলে তা গ্রাহ্য করা হবে না। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বা জি টি এ-র নির্বাচিত কোনও জনপ্রতিনিধি, এম এল এ বা এম পি-দের মতো কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এই ধরনের শংসাপত্র প্রদান করার অধিকারী নন।*

১৬.২ **ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্রি-শিপ স্কিম (ডব্লু বি এফ এস):**

কেবল আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি/ আর্কিটেকচার শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকরীভাবে রাজ্যে 'অর্ধেক টিউশন ফি ছাড়' বা 'হাফ ফ্রিশিপ' এবং 'পুরো টিউশন ফি ছাড়' বা 'ফুল ফ্রিশিপ' দেওয়া হচ্ছে। নির্ধারিত উপার্জনের সীমার নিচে থাকা পড়ুয়ারা ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড দ্বারা আয়োজিত কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে রাজ্যের সরকারি এবং সেল্‌ফ-ফিনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি কলেজগুলিতে ভর্তির সময় এই সুবিধাগুলি পেয়ে থাকে। এই স্কিমের নাম রাখা হয়েছে **ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্রিশিপ স্কিম (ডব্লু বি এফ এস)** যা এ আই সি টি ই অনুমোদিত রাজ্যের সমস্ত সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজ, সেল্‌ফ-ফিনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি কলেজগুলির পাশাপাশি রাজ্য সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১৬.২.১ **ডব্লু বি এফ এস স্কিমের অধীনে সুবিধাভোগীর উপলব্ধতা এবং অন্যান্য নিয়মাবলি:**

১) রাজ্যের সমস্ত সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজগুলির অনুমোদিত আসনের ১০% আসনে 'হাফ ফ্রিশিপ' এবং আরও ১০% আসনে 'ফুল ফ্রিশিপ'-এর মাধ্যমে ভর্তি হওয়া যায়।

২) **ম্যানেজমেন্ট কোটা**র অধীনে পড়ুয়া ভর্তি করতে আগ্রহী সেল্‌ফ-ফিনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি কলেজগুলিতে ওই কোর্সগুলির অনুমোদিত আসনের **১০%** আসনে '**ফুল ফ্রিশিপ**'-এর মাধ্যমে ভর্তি হওয়া যায়।

৩) ০৬.০৬.২০১৩ তারিখ সংবলিত বিজ্ঞপ্তি নং-২৪৬-ই ডি এন-(টি) মোতাবেক পরিবর্তিত ফি-কাঠামো (রিভাইজড ফি স্ট্রাকচার) অবলম্বনকারী সেল্‌ফ-ফিনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি কলেজগুলিতে অনুমোদিত আসনের ১০%-তে '**হাফ ফ্রিশিপ**' স্কিমের অধীনে ভর্তি হওয়া যায়।

৪) এই স্কিমের উপলব্ধতা ভর্তি-পরবর্তী পদ্ধতি (**পোস্ট অ্যাডমিশন অ্যাফেয়ার**)। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পরে এই স্কিমের সুবিধা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে।

৫) **এই স্কিম চালু করার ব্যাপারে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড কোনওভাবে দায়িত্ব নেবে না।**

১৬.২.২ **যোগ্যতামান:**

১) এই স্কিমের লাভ ওঠাতে গেলে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হতে হবে।

২) সংশ্লিষ্ট পড়ুয়ার সমস্ত সূত্র থেকে বার্ষিক পারিবারিক উপার্জন টাঃ ২.৫০ লাখ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)-এর চেয়ে কম হতে হবে।

১৬.২.৩ আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মেধাবী পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে ডব্লু বি এফ এস স্কিম প্রয়োগের বিধিঃ

১) এই স্কিমের আওতাভুক্ত হতে গেলে পড়ুয়াকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের (যে প্রতিষ্ঠানে সে ভর্তি হয়েছে) কাছে ওই প্রতিষ্ঠানের বিধি মোতাবেক ইস্যুকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদন করতে হবে।

২) এই স্কিমের প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।

৩) আগে লেখা '**টি এফ ডব্লু স্কিম**'-এর সুবিধা পাওয়ার জন্য দরকারি '**ইনকাম সার্টিফিকেট**'টি এক্ষেত্রেও কাজে লাগানো যেতে পারে।

১৬.৩ ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট মেরিট-কাম-মিনস স্কলারশিপ স্কিমঃ

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্তরের মেডিক্যাল/ ডেন্টাল/ ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি/ আর্কিটেকচার শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই স্কিমটিকে '**স্বামী বিবেকানন্দ ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট মেরিট-কাম-মিনস স্কলারশিপ স্কিম**' নাম দেওয়া হয়েছে।

- সমস্ত সূত্র থেকে বার্ষিক পারিবারিক উপার্জন ৮০ হাজার টাকার বেশি নয়, এমন দুঃস্থ পরিবারের মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য এই স্কিমের সুবিধা পাওয়া যাবে।
- এই স্কিমের অধীনে আবেদন করতে হলে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হতে হবে। পাশাপাশি ওই পড়ুয়াকে রাজ্যের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোনও কোর্সে ভর্তি হতে গেলে ওই বছরেই (যে বছরে সে ডিগ্রিস্তরীয় কোর্সে ভর্তি হতে চলেছে) উচ্চমাধ্যমিক (১০+২) পরীক্ষায় দুটি ভাষা এবং তিনটি অন্য ঐচ্ছিক বিষয়ে সম্মিলিতভাবে (এগ্রিগেটে) কমপক্ষে ৭৫% নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে।
- পরীক্ষার্থীকে ওয়েস্ট বেঙ্গল হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের অধীন কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১০+২ পরীক্ষায় পাস করে থাকতে হবে।
- এটিও একটি **ভর্তি-পরবর্তী প্রক্রিয়া (পোস্ট অ্যাডমিশন অ্যাফেয়ার)**। পড়ুয়া কোনও প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মোতাবেক এই স্কিমের আওতাভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে।
- **এই স্কিমটি চালু করার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড কোনওভাবে দায়িত্ব নেবে না**।
- সুবিধাভোগী পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে এই স্কলারশিপের হার হবে **প্রতি মাসে ১৪০০ থেকে ১৫০০ টাকা**।
- ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনলাইনে আবেদনের ভিত্তিতে এই স্কিমটি কার্যকর করার প্রক্রিয়া চালু করেছেন। অবশ্য, এই স্কিমের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে প্রতি বছর আলাদাভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
- এই স্কিমের বিশদ তথ্য **http://mcmscholarship.wb.gov.in** অথবা **www.banglarmukh.gov.in** অথবা **www.higherednwb.net** ওয়েবসাইটগুলিতে পাওয়া যাবে।

অ্যাপেন্ডিক্স-II

পরীক্ষা চলার সময় যে সমস্ত পদ্ধতিগুলি মেনে চলা হবে

১. পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট আগে পরীক্ষার হল খুলে দেওয়া হবে। পরীক্ষার হল খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার্থীরা নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। কোনও পরীক্ষার্থী যদি সময়ের মধ্যে উপস্থিত হতে না-পারে, তাহলে সে পরীক্ষার হলে পরীক্ষা সংক্রান্ত যে সমস্ত জেনারেল ইনস্ট্রাকশন ঘোষণা করা হবে, তা শোনা থেকে বঞ্চিত হবে।

২. পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই ক) অ্যাডমিট কার্ড (ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫), খ) কালো/নীল বল পয়েন্ট পেন সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

৩. পরীক্ষার হলে ঢুকতে গেলে পরীক্ষার্থীকে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডমিট কার্ড (ডব্লু বি জে ই ই এম-২০১৫) দেখাতে হবে। বোর্ড দ্বারা ইস্যুকৃত অ্যাডমিট কার্ড না-থাকলে বা ডাউনলোড করা অ্যাডমিট কার্ডের প্রিন্ট আউটের সঙ্গে আগে লেখা প্রয়োজনীয় নথিপত্র না-থাকলে কোনও পরীক্ষার্থীকে সেন্টার-ইন-চার্জ পরীক্ষার হলে ঢুকতে দেবেন না।

৪. প্রতিটি পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে তার রোল নম্বর লেখা একটি করে আসন বণ্টন করা হবে। পরীক্ষার্থীরা তাদের রোল নম্বর মিলিয়ে নির্ধারিত স্থানে আসন গ্রহণ করবে।

৫. পরীক্ষার হলের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কোনও মুদ্রিত বা লিখিত কাগজ, কাগজের টুকরো বা ক্রম নং-২-তে উল্লেখ করা নথিপত্র বাদে অন্য কোনও উপকরণ থাকা চলবে না।

৬. পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, স্লাইড রুল, লগ টেবিল, ক্যালকুলেটরের সুবিধেযুক্ত ইলেকট্রনিক ঘড়ি নিয়ে ঢোকা নিষেধ। কোনও পরীক্ষার্থীর কাছে পরীক্ষা চলার সময় এর কোনওটি পাওয়া গেলে তার পরীক্ষার্থী পদ বাতিল করা হতে পারে।

৭. সেন্টার-ইন-চার্জ বা পরিদর্শকের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে পরীক্ষার সময় শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কোনও পরীক্ষার্থী তার আসন ছেড়ে উঠতে পারবে না। পরীক্ষার শেষে পরীক্ষার্থীকে তার ও এম আর শিট দায়িত্বে থাকা পরিদর্শকের হাতে দিয়ে যেতে হবে। এর অন্যথা হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর ওই পেপারটি বাতিল করা হতে পারে।

৮. বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, পরীক্ষা চলার সময় পরীক্ষার্থীকে ও এম আর শিট এবং অ্যাটেন্ডেন্স শিটে নির্ধারিত স্থানের উভয়েতেই 'কোয়েশ্চেন বুকলেট নম্বর' লিখতেই হবে। এর অন্যথা হলে প্রার্থীটির সংশ্লিষ্ট পেপারের ও এম আর উত্তরপত্রটি বাতিল করা হবে।

৯. পরীক্ষা চলার সময় পরীক্ষার্থীরা নিস্তব্ধতা বজায় রাখবে। পরীক্ষা চলার সময় কোনও রকম কথাবার্তা বা ইঙ্গিত বা বিশৃঙ্খলাকে অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করা হবে। কোনও পরীক্ষার্থী যদি অসদুপায় অবলম্বন করে, তাহলে তার পরীক্ষার্থী পদ বাতিল করা হবে এবং তাকে বরাবরের জন্য বা অন্যায়ের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে কিছু মেয়াদের জন্য পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত করা হতে পারে।

কোনও ভুয়ো পরীক্ষার্থী ধরা পড়লে তার পরীক্ষার্থী পদ তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হবে এবং তাকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

অ্যাপেন্ডিক্স-III
কী করবে এবং কী করবে না

কী করবে

১. অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের আগে ভাল করে অনলাইনে দেওয়া নির্দেশাবলি পড়ে নাও।

২. ব্যক্তিগত তথ্যাবলি, ঠিকানা এবং জন্মতারিখ ঠিকভাবে উল্লেখ করো।

৩. নিজের অ্যাপ্লিকেশন নম্বর, সিকিউরিটি প্রশ্ন/উত্তর এবং পাসওয়ার্ড মনে রাখো।

৪. জেলা এবং পরীক্ষাকেন্দ্র ঠিকঠাক বাছাই করো।

৫. রঙিন ছবি, বাম হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ এবং স্বাক্ষর নির্ধারিত মাপে স্ক্যান করে আপলোড করো।

৬. কনফার্মেশন পেজের একটি কপি সংরক্ষণ করো।

৭. পরীক্ষা কেন্দ্রে কেবল নিজের অ্যাডমিট কার্ড, একটি ছবি, নীল/কালো বল পয়েন্ট পেন নিয়ে প্রবেশ করো।

৮. পরীক্ষার প্রতিটি সেশনের পর তোমার ও এম আর উত্তরপত্রটি পরীক্ষাকেন্দ্রের পরিদর্শকের হাতে তুলে দাও।

৯. ও এম আর উত্তরপত্র এবং অ্যাটেন্ডেন্স শিট উভয়ের নির্ধারিত স্থানে কোয়েশ্চেন বুকলেট নম্বর লেখো।

কী করবে না

১. নিজের অ্যাপ্লিকেশন নম্বর, গোপন প্রশ্ন/উত্তর এবং পাসওয়ার্ড কাউকে বলবে না।

২. ফর্মপূরণের সময় ভুল/ব্যবহার না করা মোবাইল নম্বর দেবে নায

৩. ছবি এবং স্বাক্ষর অপরিচ্ছন্ন/খারাপভাবে স্ক্যান করাবে না।

৪. বড় হস্তাক্ষরে (ক্যাপিটাল লেটারে) স্বাক্ষর করবে না, নির্ধারিত ফরম্যাটে লেখা নিজের পুরো নাম স্ক্যান ও আপলোড করবে।

৫. দরকারি নথিপত্র নেই, এমন কোনও ক্ষেত্রভুক্তির দাবি জানাবে না।

৬. ডাক মাধ্যমে পূরণ করা কনফার্মেশন পেজ বা কোনও নথি পাঠাবে না।

৭. ডাউনলোড করা অ্যাডমিট কার্ড কোনওভাবে ভাঁজ, কুঞ্চিত বা অবহেলা করবে না।

৮. পরীক্ষার হলের মধ্যে মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর বা কোনও প্রকার ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আনবে না।